কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় পদ্মা নদীতে গোসলে নেমে স্কুলছাত্রীর মৃত্যু

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় পদ্মা নদীতে গোসল করতে নেমে আন্না খাতুন
(১৩) নামে এক স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

আজ সোমবার সকালে উপজেলার চর গোলাপনগর ভাঙা পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

আন্না খাতুন উপজেলার চর গোলাপনগর ভাঙা পাড়া গ্রামের মো. আনোয়ার হোসেনের মেয়ে দামুদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহিরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আন্না খাতুনসহ সমবয়সী তিনজন আজ সকালে বাড়ির পাশে পদ্মা নদীতে গোসল করতে যায়। নদীতে নামার পর হঠাৎ সে পানিতে তলিয়ে যায়। এ সময় তার সঙ্গে থাকা ফাতেমা খাতুন (১২) এগিয়ে যায়। সেও ডুবে যেতে লাগলে তাদের সঙ্গে থাকা সাত বছর বয়সী ইতি খাতুন স্থানীয়দের ডাকাডাকি শুরু করেন। পরে স্থানীয়রা নদীতে নেমে তাদের উদ্ধার করেন। পরবর্তীতে চিকিৎসক আন্না খাতুনকে মৃত ঘোষণা করেন।

আলমডাঙ্গার হাটখোলা পাঁচলিয়ায় সাপের কামড়ে স্কুলছাত্রীর মৃত্যু

আলমডাঙ্গার হাটখোলা পাঁচলিয়ায় সাপের কামড়ে ১০ম শ্রেণীর স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত থেকে আজ শুক্রবার ভোর পর্যন্ত টানা ৭ ঘন্টা কবিরাজের অপচিকিৎসা (ঝাড়ফুঁকে)র কারণেই স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে, দাবি এলাকাবাসীর। পরে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত

ঘোষণা করেন। ঘটনাটি উপজেলার জামজামি ইউনিয়নের হাটখোলা পাঁচলিয়া গ্রামে ঘটেছে। স্কুলছাত্রী ওই গ্রামের টাইলস মিস্ত্রী শরিফুল ইসলামের মেয়ে।

স্থানীয়রা জানান, গত বৃহস্পতিবার রাতে নিজ ঘরে ঘুমিয়ে ছিল স্কুলছাত্রী ঐশী খাতুন (১৫)। ঘুমন্ত অবস্থায় প্রায় রাত ১১ টায় একটি বিষধর সাপ তাকে কামড় দেয়। এরপর ঐশী ছটফট করতে থাকে। পরিবারের লোকজন জানতে পেরে স্থানীয় কবিরাজকে খবর দেয়। ওই স্কুলছাত্রীর মামা আজব আলিসহ কয়েকজন কবিরাজ কয়েক ঘন্টাব্যাপী ঝাড়ফুঁক ও হাত চালানের মাধ্যমে বিষ অপসরণের চেষ্টা চালায়। আজ শুক্রবার শেষ রাতে ওই স্কুলছাত্রীর শরীর থেকে বিষ বের করতে সক্ষম হয় বলে দাবি করেন কবিরাজেরা। দীর্ঘ সময় পার হওয়ায় তার শারীরিক অবস্থার উন্নতির বিপরীতে অবনতি হয়। ততক্ষণে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ক্রমেই তার শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি হলে পরিবারের লোকজন ওই স্কুলছাত্রীকে ভোরে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, স্কুলছাত্রী ঐশি আর বেঁচে নেই।

জামজামি ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নং (ইউপি) সদস্য মো. রাশেদুজ্জামান বলেন, মেয়েটির বাড়ি আমার ওয়ার্ডে। সাপের কামড়ে মেয়েটি মারা গেছে। ঘটনার পর থেকেই ঝাড়ফুঁক করা হয়। গ্রামের মানুষ সচেতন নয়। রাতেই মেয়েটিকে হাসপাতালে নিলে তার মৃত্যু হয়। নেওয়া উচিত ছিল।